সূচিপাতা

ভূমিকা ---------- ১১

শুরুর কথা ---------- ১৫

প্রথম অধ্যায় : রাসূল ﷺ-এর বর্ণনায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ; আমরা কোন দলে? ---------- ১৯

১.১. উত্তম মানুষ! অধম মানুষ! ---------- ২৪

১.২. বাচাল ও অহংকারী—সর্বনিকৃষ্ট মানুষ ---------- ২৬

১.২.১. অহংকার কাকে বলে? ---------- ২৯

১.৩. উত্তম ও অধমের গুণাগুণ ---------- ৩০

১.৪. সর্বোত্তম দশ শ্রেণির মানুষ; আমরা কি সেই তালিকায় আছি? ---------- ৩২

১.৫. সর্বোত্তমের আরেক প্রকরণ ---------- ৩৬

১.৬. সিনিয়র সিটিজেন : বয়সে ও আমলে ---------- ৩৮

১.৬.১. নিজেকে হত্যার অধিকার আছে কি? ---------- ৩৯

১.৭. মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট দুই ব্যক্তি ---------- ৪১

১.৮. সর্বোত্তম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য— মানুষের উপকার করা এবং ক্ষতি না করা ---------- ৪৩

১.৮.১. এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী? ---- ৪৪
১.৯. সমস্ত মানুষ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ---- ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : যে সমস্ত কাজ বিপদ ডেকে আনে ---- ৪৮
২.১. যে কারণে পাহাড়সম আমলও ধূলিকণায় পরিণত হবে ---- ৫০
২.২. উদাসীনদের মধ্যে কারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট? ---- ৫১
২.৩. শির্কের পরিচয় ও শির্ক থেকে বাঁচার উপায় ---- ৫২
২.৩.১. শির্ক—সবচেয়ে বড়ো জুলুম ---- ৫৩
২.৪. সবচেয়ে বড়ো কবীরা গুনাহ ---- ৫৫
২.৫. মেয়েদের জন্য স্বর্ণের চেয়ে রূপা ব্যবহার করা উত্তম ---- ৫৭
২.৫.১. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম ---- ৫৭
২.৬. চোগলখোরী মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টি করে ---- ৫৮
২.৭. হিংসার ভয়াবহতা এবং বাঁচার উপায় ---- ৫৯

তৃতীয় অধ্যায় : জান্নাতের পথে চলুন ---- ৬৩
৩.১. জান্নাতে যাওয়ার আমল এবং কল্যাণের দরজাসমূহ ---- ৬৫
৩.২. কারা হবে জান্নাতের বাদশাহ? ---- ৬৮
৩.৩. জান্নাতের একটি দরজা : ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ﴾ ---- ৬৯
৩.৪. ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ﴾-এর ব্যাখ্যা ---- ৭০
৩.৫. জান্নাতে যাওয়ার দুটি আমল ---- ৭১
৩.৫.১. আচ্ছা, আপনার বাড়ি বানাবার প্ল্যান আছে কি? ---- ৭২
৩.৬. একটি অচিন্তনীয় বাড়ির বর্ণনা ---- ৭২

চতুর্থ অধ্যায় : বাঁচতে চাই জাহান্নাম থেকে! জড়িয়ে যাই তবুও ফাঁদে! ---- ৭৪
৪.১. জাহান্নামে যাওয়ার দোষগুলি! ---- ৭৭
৪.২. জান্নাতে যেতে চাই, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই!
কী করবেন, কী ছাড়বেন? ---- ৭৯

৪.৩. জাহান্নামের গভীরতা ---------- ৮০
৪.৪. জাহান্নামের আগুনের রং ---------- ৮১
৪.৫. স্বয়ং জাহান্নামও যা থেকে পানাহ চায়!
সেখানে কে থাকবে জানেন? ---------- ৮২
৪.৬. জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম একটি উপায়—
আল্লাহর ভয়ে কাঁদা ---------- ৮৫

পঞ্চম অধ্যায় : দুআ ও যিক্‌র ---------- ৮৭

৫.১. দুআ কবুলের শর্ত ---------- ৯০
৫.২. দুআ করার আদব ---------- ৯৩
৫.৩. যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না ---------- ১০০
৫.৪. আশ্রয় চাওয়ার সর্বোত্তম দুআ ---------- ১০৪
৫.৫. আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কালাম ---------- ১০৫
৫.৬. কুরআনের সর্বোত্তম সূরা : সূরা ফাতিহা ---------- ১০৭
৫.৭. অঢেল ধনসম্পদের চেয়েও দামি ---------- ১১০
৫.৮. দিনরাত যিক্‌র করার চেয়ে উত্তম দুআ ---------- ১১২
৫.৯. সবার চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার আমল ---------- ১১৩
৫.১০. যে আমল আলি ﵁ কখনো ছাড়েননি ---------- ১১৫
৫.১১. হাজার হাজার তাসবীহ পাঠের চেয়ে উত্তম দুআ ---------- ১১৬
৫.১২. স্বর্ণ-রুপা দানের চেয়েও উত্তম—আল্লাহ যিক্‌র ---------- ১১৭
৫.১৩. বিপদাপদের সময় পাঠ করার দুআ ---------- ১২০
৫.১৪. একটি তাসবীহর মূল্য : জান্নাতের একটি গাছ ---------- ১২২
৫.১৫. ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দুআ ---------- ১২৫
৫.১৬. সব দুআর সারনির্যাস ---------- ১২৭
৫.১৭. দুআ শেখার লোভে ইসলামগ্রহণ! ---------- ১২৮
৫.১৮. ঘুমানোর আগের দুআ ---------- ১৩০

ষষ্ঠ অধ্যায় : অল্প আমল অধিক নেকি ---------- ১৩৫

৬.১. সিয়াম-সালাত-সদাকার চেয়েও উত্তম আমল ---------- ১৩৭

৬.২. সর্বোত্তম সদাকা ---------- ১৩৮

৬.৩. বান্দার যে প্রচেষ্টা আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দ ---------- ১৪০

৬.৪. যে আমল গুনাহ মিটায় এবং মর্যাদা বাড়ায় ---------- ১৪১

৬.৫. সর্বোত্তম আখলাক ---------- ১৪২

৬.৬. শহীদদের মর্যাদা ও সম্মান ---------- ১৪৩

৬.৭. বহনে হালকা, কিন্তু ওজনে সবচেয়ে ভারী ---------- ১৪৪

৬.৮. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ---------- ১৪৫

৬.৯. যে রাত্রি কদরের রাত্রির চেয়ে উত্তম ---------- ১৪৬

৬.১০. যে হবে রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে কাছের ---------- ১৪৭

৬.১১. এক বালকের প্রতি নবিজির উপদেশ ---------- ১৪৮

৬.১২. তিন ব্যক্তির ঘটনা ---------- ১৫০

সপ্তম অধ্যায় : পরিচয়-পর্ব

(শারীআতের যে সকল সংজ্ঞা, পরিচিতি, পরিচয়, পরিধি ও নামকরণ স্বয়ং রাসূল ﷺ জানিয়েছেন) ---------- ১৫৩

৭.১. প্রকৃত মুমিন, মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজিরের পরিচয় ---------- ১৫৪

৭.২. মানুষের সঞ্চিত সর্বোত্তম সম্পদ কী? ---------- ১৫৫

৭.৩. কখন ধৈর্য ধরবেন? ধৈর্য ধরার মানে কী? ---------- ১৫৭

৭.৩.১. সবর করা বা ধৈর্য ধরার অর্থ ---------- ১৫৭

৭.৪. কে সুদক্ষ ফকীহ? ---------- ১৫৭

৭.৫. কিয়ামাতের আলামত ---------- ১৬০

৭.৬. দাজ্জালের পরিচয় ---------- ১৬২

শেষ নিবেদন ---------- ১৬৪
০.১. গুনাহর শাস্তি থেকে বাঁচার পথ ---------- ১৬৫
০.২. মৃত্যু পর্যন্ত খোলা—তাওবার দরজা ---------- ১৬৭

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

ইসলামি শারীআতের দ্বিতীয় উৎস হাদীসের রত্নভান্ডার এক বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে আছে আমাদের দ্বীন পালনের সকল ক্ষেত্রে। কিয়ামাত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের, জীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র হাদীসসমূহে।

হাদীস অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়—কখনো কুরআনের ব্যাখ্যায়, কখনো সাহাবিগণ رضي الله عنهم-এর জিজ্ঞাসায়, কখনো-বা সমকালীন পরিস্থিতির দিক-নির্দেশনায় রাসূল ﷺ যে আদেশ, নিষেধ, করণীয় বা বর্জনীয় বলে দিয়েছেন তা-ই আমাদের জন্য হাদীস হিসেবে এসেছে।

কিন্তু হাদীসের আরেকটি অসাধারণ অনুভূতি জাগানিয়া বিষয় হচ্ছে, আমাদের প্রিয় নবিজি ﷺ মাঝে মাঝে বড়ো আদর করে, আবেগ ভরা অন্তরে, আচমকা উম্মতের জন্য নিজ থেকেই অদ্ভুত সব 'আদরের সম্বোধনে' আদেশ, নিষেধ, আমল, পুরস্কার ও কিছু পরিচয়মালা অনন্য কথামালায় উম্মতকে হাদিয়া করেছেন।

নবিজি ﷺ-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত "সম্বোধনের" সেসব শব্দগুলো হচ্ছে :

- আলা আদুল্লুকুম!
- আলা উখবিরুকুম!
- আলা উহাদ্দিসুকুম!
- আলা উনাব্বিয়ুকুম!

'আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না?' 'খবর দিয়ে দেবো না?' 'বলে দেবো না?' 'অবগত করব না?' ইত্যাদি।

এভাবে মুগ্ধময় সব সম্বোধনে মনোযোগের সবটুকু কেড়ে নিয়ে উম্মতের জন্য এক অসীম ভালোবাসায় দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন উম্মতের কান্ডারি নবি মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ।

এই উম্মতের হায়াত স্বল্প; কিন্তু তাদের কাজ ও পরীক্ষা বহুবিধ। আবার এই ছোট্ট হায়াতপ্রাপ্ত উম্মতই হবে জান্নাতে শুভাগমনের প্রথম কাফেলা বা উদ্বোধনী দল।

সুতরাং তাদের অল্প কাজে অধিক পুঁজি, সহজে পালনীয় আমলসমূহ, এগিয়ে যাওয়ার গুণাবলি, বেঁচে থাকার পদ্ধতি রাসূল ﷺ নিজে থেকেই মূলত এ সকল সম্বোধনের হাদীসে বলে গিয়েছেন।

আমরা "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না" শিরোনামে এ সকল হাদীসেরই একটি সংকলন এবং যতকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযুক্ত করে এই বইটি প্রিয় পাঠকের হাতে উঠিয়ে দিতে চাই।

পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে আমরা হাদীসের বিষয়বস্তুর আলোকে বইটিকে সাতটি অধ্যায় বিন্যাস করেছি—

- রাসূল ﷺ-এর বর্ণনায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ; আমরা কোন দলে?
- যে সমস্ত কাজ বিপদ ডেকে আনে!
- জান্নাতের পথে চলুন।
- বাঁচতে চাই জাহান্নাম থেকে, জড়িয়ে যাই তবুও ফাঁদে!
- দুআ ও যিক্‌র।
- অল্প আমল অধিক নেকি।
- পরিচয়-পর্ব (শারীআতের যে সকল সংজ্ঞা, পরিচিতি, পরিচয়, পরিধি ও নামকরণ স্বয়ং রাসূল ﷺ জানিয়েছেন)

প্রিয় পাঠক, বইটিতে আপনি যেকোনো অধ্যায় থেকেই একটি স্বতন্ত্র পাঠের আগ্রহ ও স্বাদ অনুভব করবেন বলে আশা রাখি। আর আমাদের কথা যা-ই থাকুক, রাসূল ﷺ-এর "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না" হাদীসগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক নাম্বারিং করে দিয়েছি। যাতে করে ব্যস্ত পাঠক কিছু না পড়লেও এক ঝলকে সকল হাদীসগুলোর পাঠ ও তার নিরেট অনুবাদ থেকে হাদীসে রাসূল ﷺ-এর স্বাদ ও শিক্ষা নিতে পারেন।

প্রিয় সুহৃদ, কত কিছুইতো আমরা পড়ি, শুনি এবং ভাবী—চলুন না এখন থেকে আমরা রাসূল ﷺ-এর কিছু হাদীস পাঠের এক সুন্দর ও লাভজনক অভ্যাসও গড়ে তুলি। সে লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র কিন্তু ভিন্নধর্মী এক প্রয়াস।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, রব্বুল আলামীন এই অধম-সহ এ বইয়ের সকল সম্মানিত পাঠক, প্রকাশক, শুভানুধ্যায়ী ও বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর দয়া ও রাসূলে আরাবি ﷺ-এর ভালোবাসায় সিক্ত করুন, আমীন।

আপনাদের ভাই
আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়

রাসুল ﷺ-এর বর্ণনায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষঃ আমরা কোন দলে?

পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বাস। কেউ উঁচু, কেউ নিচু। কেউ সম্মানিত, কেউ লাঞ্ছিত। কেউ ভদ্র, কেউ অভদ্র। মানুষের পরিশ্রম আর ত্যাগের বিনিময়েই নির্ণিত হয় এই শ্রেণিবিভাগ। দুনিয়ায় যেমন মানুষের রকমফের রয়েছে, তেমনি আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনেও রয়েছে। সেখানে কেউ সম্মানিত হবে, কেউ অপমানিত। কেউ সর্বোত্তম, কেউ সর্বনিকৃষ্ট। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হবে? তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে

অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছুর খবর রাখেন।"[৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষায় যে বিভক্ত করেছেন তা কেবলমাত্র পরস্পরের পরিচয়ের জন্য। এর মাধ্যমে সম্মান-অসম্মান নির্ধারণ করার জন্য নয়। কিন্তু প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানবতাকে উপেক্ষা করে মানুষ তাদের চারপাশে কিছু ছোটো ছোটো বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপনজন ভেবেছে আর এর বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোনো যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি; বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে, যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। এ গোমারাহির সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন :

১. তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা; যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উঁচু-নীচুর কোনো ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছ। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোনো পবিত্র বা মূল্যবান উপাদান দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোনো অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদান দ্বারা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছ। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

[৫] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

২. মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারত না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবনযাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবি এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উঁচু ও নীচু, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিন্যের দাবি করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে আল্লাহ তাআলা মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত করেছেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা-শোনা ও সহযোগিতার জন্য; আর এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি, একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায়ে বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মূর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

৩. মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে, তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-

গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোনো দখল নেই। এদিক দিয়ে কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহভীরু, মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকি ও পবিত্রতার পথ অনুসরণকারী। এরূপ ব্যক্তি যেকোনো বংশ, যেকোনো জাতি এবং যেকোনো দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলির কারণে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে; তাতে কিছু এসে যায় না। এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : بِرٌّ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُوْ آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ

"হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের দোষ-ত্রুটি-অহংকার ও এবং পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা দূর করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ দুভাগে বিভক্ত। এক. নেককার ও পরহেজগার—যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই. পাপী ও দুরাচার—যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।"[৬]

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবি ﷺ বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ،

[৬] তিরমিযি, ৩২৭০।

وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

"হে লোকজন! মনে রেখো, তোমাদের রব এক আর তোমাদের পিতাও এক। সাবধান! কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এমনিভাবে কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের ও কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু, সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সবাই বলল, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।"[৭]

একটি হাদীসে নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।"[৮]

প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলির দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উঁচু-নীচুর যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই

[৭] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৪৭৭৪।

[৮] মুসলিম, ২৫৬৪।

যেসব গুণাবলি আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে, নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

আখিরাতে মানুষের মর্যাদা যে কারণে বাড়বে, যে কারণে কমবে সেগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই খুব দরদের সাথে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানব, ইন শা আল্লাহ।

১.১. উত্তম মানুষ! অধম মানুষ!
আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না?

হাদীস নং ১

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বললেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللهِ؟ اَلْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ

"আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট বান্দা সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না?

- কঠোর স্বভাবের অধিকারী ও
- অহংকারী মানুষ।

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللهِ؟ اَلضَّعِيْفُ الْمُسْتَضْعَفُ، ذُو الطِّمْرَيْنِ، لَايُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না? দুর্বল, বিনয়ী ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যাকে গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না, সে যদি আল্লাহর নামে কোনো কসম করে, আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন।"[৯]

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার কাছে খারাপ ও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হয়, তার কি দুর্ভোগের কোনো শেষ আছে! কিয়ামাতের দিন মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল হবে আল্লাহর কাছে প্রিয়, আরেক দল হবে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। যারা আল্লাহর প্রিয় হবে, তাদের আপ্যায়ন হবে সুখময় জান্নাতে আর যারা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত হবে, জাহান্নামের আগুনে থাকবে তাদের চির শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু কারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা আর কারা নিকৃষ্ট? তাদের পরিচয় কী? আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

"আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো, কাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে তাদের চেয়েও অনেক খারাপ? যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুয়োর বানিয়ে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের উপাসনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে।"[১০]

নবি ﷺ অত্যন্ত দরদের সাথে আল্লাহর সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট বান্দা সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে দুনিয়ার ধনসম্পদ আর উঁচু-নিচু শ্রেণির মাধ্যমে আখিরাতে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় হবে না। এটি তো দুনিয়ার নেজাম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার একটি অনবদ্য কৌশল। দারিদ্র ও প্রাচুর্য এবং মানুষের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এতে

[৯] মুনযিরি, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৩৮।

[১০] সূরা মায়িদা, ৫ : ৬০।

রয়েছে আল্লাহর অপার রহস্য। এটি মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হতো এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যেত, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দিত। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোনো যুগে ও সময়ে সব মানুষ ধনসম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং এটি হতেও পারে না। যদি কোথাও জোর-জবরদস্তিভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারের ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানব জাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদেরকে সাজিয়েছেন উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। এটি আল্লাহর হিকমাহ। তাই বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে বোঝা যায় না, কে সর্বোত্তম আর কে সর্বনিকৃষ্ট। বরং অন্তরের অবস্থা ও আমলের মাধ্যমেই কিয়ামাতের দিন তা আল্লাহর কাছে নির্ণিত হবে।

১.২. বাচাল ও অহংকারী—সর্বনিকৃষ্ট মানুষ

হাদীস নং ২

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ هُمُ الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ،

“আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কে তা জানিয়ে দেবো না?

১. যারা অধিক বকবক করে এবং

২. চিবিয়ে চিবিয়ে অহংকার করে কথা বলে।

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে তা জানিয়ে দেবো না? তোমাদের মধ্যে যারা আখলাকের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সুন্দর।"[১১]

অহংকার বড়ো বড়ো কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে একটি। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা অহংকারের একটি বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা এর ব্যাপক নিন্দা করেছেন এবং যারা অহংকার করে তাদের ভয়াবহ শাস্তির কথা শুনিয়েছেন। অহংকার করা কেবল তাকেই সাজে, যার কোনোকিছুতেই অভাব নেই, যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক এবং সবার ওপরে যিনি কর্তৃত্বশীল; যা কেবল আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে বিশেষিত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এই সব গুণে গুণান্বিত নয়। তাই অহংকার কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই, যে ব্যক্তি তা অবলম্বন করে, সে যেন আল্লাহর সাথেই মোকাবিলা করতে উদ্যত হয়। যার শাস্তি অনেক ভয়ংকর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

"যারা ইবাদাতকে লজ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার করেছে, তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আল্লাহকে ছাড়া কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী তারা পাবে না।"[১২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং

[১১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৮৮২২; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১৩০৮।

[১২] সূরা নিসা, ৪ : ১৭৩।

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এভাবেই অপরাধীদের বদলা দিয়ে থাকি।"[১৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾

"যখন তাদেরকে বলা হতো, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', তখন তারা অহংকার করত।"[১৪]

অহংকারী ব্যক্তি তাদের অহংকারের কারণে ন্যায় ও সত্যের সামনে মাথা নত করে না; তারা এটাকে তাদের মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। অহংকারের উন্মত্ততা তাদেরকে এতটাই দায়িত্বহীন, বেপরোয়া ও পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত করে দেয় যে, তারা যেকোনো সত্য অস্বীকার করতে সামান্যতমও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাছে সত্যের কোনো কদর নেই। তারা নিজেরা কোনো নৈতিক বাঁধন মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। তারা যে পথে চলছে সেটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কি না—তার কোনো পরোয়াই তারা করে না। অহংকারী ব্যক্তি অন্যকে হীন ও তুচ্ছ ভাবে আর নিজেকে মনে করে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তারা অহংকারে মত্ত হয়। ভুলে যায় নিজের সৃষ্টির সূচনা। দুনিয়ায় তারা যা কিছুই অর্জন করুক না কেন এবং যত বাহাদুরিই দেখাক না কেন, অবশেষে তাদেরকে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে। নবি ﷺ তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করেছেন এবং একই সাথে জানিয়ে দিয়েছেন সর্বোত্তম কারা!

[১৩] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪০।

[১৪] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৩৫।

১.২.১. অহংকার কাকে বলে?

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ' যে ব্যক্তি চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (এটিও কি অহংকার হবে?)'

নবি ﷺ জবাব দিলেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। আসলে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।"[১৫]

[১৫] মুসলিম, ৯১।

১.৩. উত্তম ও অধমের গুণাগুণ;
আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না?

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا؟

“আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেবো না?”

আমরা বললাম, ‘অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’

তিনি বললেন,

رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ، أَوْ يُقْتَلَ

“সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায়, অবশেষে মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়।

তারপর বললেন,

وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَلِيْهِ؟

“আমি কি এর চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকের সংবাদও তোমাদের দেবো?”

আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’

(তিনি বললেন,)

رَجُلٌ مُّعْتَزِلٌ فِيْ شِعَبٍ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ

‘সেই ব্যক্তি যে নির্জনে কোনো গুহায় অবস্থান করে, সেখানে সে নামাজ

পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং মানুষজনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে।

(তিনি আরও বললেন),

وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟

“আমি কি তোমাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে জানিয়ে দেবো?”

আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’

তিনি বললেন,

اَلَّذِيْ يُسْأَلُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُعْطِيْ بِهِ

“ওই ব্যক্তি, যার কাছে কেউ আল্লাহ তাআলার নামে সাহায্য চায়, তবুও সে তাকে দান করে না।”[১৬]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলূকাত হিসেবে বানিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা আর কোনো সৃষ্টিকে দেননি। এর কারণেই মানুষ সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নিতে পারে। তবে সেই গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য যদি সঠিকভাবে কাজে না লাগায়, তা হলে এই সেরা মানুষগুলোই পরিণত হয় সৃষ্টির সবচেয়ে অধম বস্তু। তারা যখন শয়তানের পথে চলতে থাকে, নিজের বোধবুদ্ধিকে বেকার করে রাখে, তখন তারা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে যায়। গরু-ছাগলের দল যেমন জানে না তাদের যারা হাঁকিয়ে নিচ্ছে তারা চারণভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না কসাইখানার দিকে, তারা কেবল চোখ বন্ধ করে যারা হাঁকিয়ে নিচ্ছে তাদের ইশারায় চলতে থাকে, ঠিক তেমনি এই সমস্ত মানুষও নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের ইশারায় চোখ বন্ধ করে চলতে থাকে। তারা জানে না তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কল্যাণের দিকে, না ধ্বংসের দিকে। **গরু-ছাগলকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করেননি। তারা যদি চারণভূমি ও কসাইখানার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করতে পারে, তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় একদল মানুষ আল্লাহ তাআলা যাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন, তারপরও তারা অবোধের মতো আচরণ করছে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতকে অগ্রাহ্য করে গাফলতির মধ্যে ডুবে রয়েছে।**

[১৬] নাসাঈ, ২৫৬৯।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٦

"আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার।"[১৭]

উম্মাহ কীভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবে এবং নিকৃষ্টতার স্তর থেকে কীভাবে বাঁচবে নবি ﷺ তা নিয়ে ছিলেন সদা চিন্তিত। তাই তিনি নিজ থেকেই খুব আগ্রহ নিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন কে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী আর কে সবচেয়ে নিচুস্তরের। কেউ যদি নিজের জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে, তা হলে সে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবে।

১.৪. সর্বোত্তম দশ শ্রেণির মানুষ; আমরা কি সেই তালিকায় আছি?

১. উসমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"[১৮]

[১৭] সূরা তীন, ৯৫ : ৩-৬।

[১৮] বুখারি, ৫০২৭।

২. আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো ঋণ পরিশোধে যে উত্তম।"[১৯]

৩. আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি হলো উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।"[২০]

৪. জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।"[২১]

৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?'

উত্তরে তিনি বললেন,

كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ

"প্রত্যেক পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী ও সত্যবাদী ব্যক্তি।"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'সত্যবাদীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু পরিচ্ছন্ন অন্তর কী?'

---

[১৯] বুখারি, ২৩০৫।

[২০] তিরমিযি, ৩৮৯৫।

[২১] সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ৫৬০০।

তিনি বললেন,

هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ

"যে অন্তর স্বচ্ছ, নির্মল ও মুত্তাকি; যাতে কোনো পাপ নেই, বাড়াবাড়ি ও জুলুম নেই এবং নেই কোনো খিয়ানত ও বিদ্বেষ।"[২২]

৬. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

"আল্লাহ তাআলার নিকট সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম সঙ্গী হলো, যে তার নিজ সঙ্গীর নিকট উত্তম। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম হলো, যে তার নিজ প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"[২৩]

৭. আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

"সেই মুমিন যে আপন জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।"

সাহাবিগণ বললেন, 'অতঃপর কে?'

তিনি বললেন,

مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

[২২] ইবনু মাজাহ, ৪২১৬।

[২৩] তিরমিযি, ১৯৪৪; আহমাদ, ৬৫৬৬।

'সেই মুমিন যে—

১. পাহাড়ের কোনো গুহায় অবস্থান নেয়,

২. আল্লাহকে ভয় করে এবং

৩. তার অনিষ্ট থেকে লোকদের নিরাপদ রাখে।'[২৪]

৮. আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজিকে প্রশ্ন করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন মুসলিম সবচেয়ে উত্তম?

তিনি বললেন,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।"[২৫]

৯. দুররাহ বিনতু আবী লাহাব ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ একবার মিম্বারে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে?'

নবি ﷺ জবাব দেন,

خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ

"মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো—

১. তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করে,

২. সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে,

৩. সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং

৪. আত্মীয়দের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক বজায় রাখে।"[২৬]

[২৪] বুখারি, ২৭৮৬; মুসলিম, ১৮৮৮।

[২৫] মুসলিম, ৪২।

[২৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৭৪৩৪।

১০. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا

"মানব সমাজ খনির মতো। জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম, যদি তারা দ্বীনি ইলম অর্জন করে।।"[২৭]

১.৫. সর্বোত্তমের আরেক প্রকরণ

হাদীস নং ৪

আসমা বিনতু ইয়াযীদ ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে আমি কি তা তোমাদেরকে জানাব না?"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

তিনি বললেন,

خِيَارُكُمْ : اَلَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"[২৮]

[২৭] বুখারি, ৩৪৯৬; মুসলিম, ২৬৩৮।

[২৮] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪৯৫০; আহমাদ, ৬/৪৫৯, তাবারানি, কাবীর, ২৪/১৬৭।